গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
সিটি কর্পোরেশন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

অতীব জরুরি

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৩.০০১.১৯(অংশ-১).৩১৯

তারিখ: ২৪ ফাল্গুন ১৪২৬ / ০৮ মার্চ ২০২০

বিষয়: মুজিব বর্ষ, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে দেশব্যাপী 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রেরণ।

সূত্র : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের স্মারক ০৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৬.০১৩.১৯-৪৩০, তারিখ: ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে মুজিব বর্ষ, ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশব্যাপী 'পরিচ্ছন্ন গ্রাম-পরিচ্ছন্ন শহর' কর্মসূচির সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা এসাথে প্রেরণ করা হল।

২। **বিষয়টি অতীব জরুরি।**

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

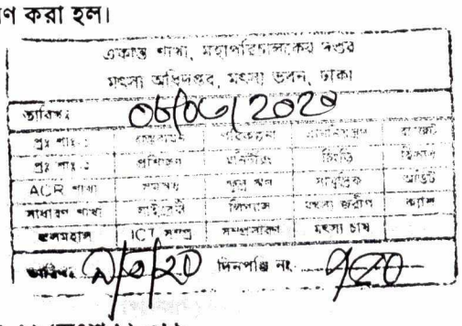

এ. কে. এম মিজানুর রহমান
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.২৩.০০১.১৯(অংশ-১).৩১৯

তারিখ: ২১ ফাল্গুন ১৪২৬ / ০৫ মার্চ ২০২০

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

(১) মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর/ ঢাকা দক্ষিণ/ রাজশাহী/ খুলনা/ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন।
(২) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৩) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (সদয় অবগতির জন্য)।
(৪) সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৫) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৬) সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৭) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৮) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৯) সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১০) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১১) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১২) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৩) সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
(১৪) সচিব, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
(১৫) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৬) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৭) সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৮) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(১৯) সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২০) মেয়র, চট্টগ্রাম/ বরিশাল/ সিলেট/ কুমিল্লা/ রংপুর/ গাজীপুর/ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
(২১) অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২২) অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন/ প্রশাসন/ পানি সরবরাহ/ উন্নয়ন), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৩) প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
(২৪) বিভাগীয় কমিশনার, ... বিভাগ (সকল)।

(২৭) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তপক্ষ/ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/ খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।
(২৮) অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(২৯) প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
(৩০) প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরনি, কাকরাইল, ঢাকা।
(৩১) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
(৩২) মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, কাওরানবাজার, ঢাকা।
(৩৩) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
(৩৪) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা।
(৩৫) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ঢাকা।
(৩৬) মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
(৩৭) চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ, ... (সকল)।
(৩৮) প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা/ জ্যেষ্ঠ স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন (সকল)
(৩৯) মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৪০) জেলা প্রশাসক, ... জেলা (সকল)।
(৪১) পরিচালক, স্থানীয় সরকার, ... জেলা (সকল)।
(৪২) চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ... (সকল)
(৪৩) মেয়র, ... পৌরসভা (সকল)
(৪৪) সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(৪৫) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস, কাকরাইল, ঢাকা।

০৮/০৬/২০২০
এ. কে. এম মিজানুর রহমান
উপসচিব

পরিচ্ছন্ন গ্রাম, পরিচ্ছন্ন শহর কর্মসূচির সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা:

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ দপ্তর/ সংস্থাভিত্তিক

কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)
১. সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অধীনস্ত সকল কার্যালয়, অধিদপ্তর/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ স্ব স্ব কার্যালয়ের বিদ্যমান জনবল ও সম্পদের সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় রেখেই পরিচ্ছন্ন কার্যালয় ও পরিচ্ছন্ন সেবা নিশ্চিত করবে। সকল কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA)-তে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সূচক অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং মাসিক সমন্বয় সভায় পরিচ্ছন্নতা বিষয়টি এজেন্ডাভুক্ত থাকবে। প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশব্যাপী সকল কর্মচারী একসাথে পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করবে। ২. সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ স্ব স্ব কর্মপরিধি বিবেচনায় নিয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচি গ্রহণ করবে এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন SOP প্রণয়ন করবে। সকল কার্যালয়ে পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিগুলো মাসিক ভিত্তিতে প্রতিবেদন দাখিল করবে। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ৩. সকল কার্যালয়ে নথিপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি সর্বদা পরিপাটি করে রাখা নিশ্চিত করতে হবে। কার্যালয়ের চারপাশের প্রাঙ্গন অবাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি ফেলা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। সকল কার্যালয়ের উন্মুক্ত স্থানসমূহ যথাসম্ভব সবুজায়ন করতে হবে। জীর্ণ, ভাঙ্গা আসবাবপত্র, বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সকল কার্যালয়ে তেলাপোকা, ইঁদুর ইত্যাদি দমনে যথাযথ Paste Control করতে হবে। ৪. প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মচারীকে স্বীয় কর্মপরিবেশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সকলের" বা এ সংক্রান্ত কোনো স্লোগান প্রত্যেক কার্যালয়ে ব্যবহার করতে হবে। সকল সরকারি কার্যালয় ধুমপানমুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে হবে। ৫. প্রতি বছর বিভাগীয়/ জেলা/ উপজেলা পর্যায়ের কার্যালয় ও সংস্থাসমূহের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানকে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে স্বীকৃতি বা পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রতি কার্যালয়ে কর্মচারীদের মধ্য হতে একজন কর্মচারীকে এ বিষয়ে তাঁর কাজের স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। সকল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালে পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও থাকতে হবে। প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীগণ বছরে অন্ততঃ ১০০ ঘণ্টা পরিচ্ছন্নতা কাজে অংশগ্রহণ করবেন। ৬. সরকারি ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থার সকল কার্যালয়, আবাসিক কোয়ার্টার ইত্যাদির ছাদ, কমন স্পেস, সিড়ি, সানসেট, পানির ট্যাংক ইত্যাদি নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। ৭. সকল সরকারি কার্যালয়ের অভ্যন্তরে পুকুর, জলাশয় ইত্যাদি দূষণমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ৮. সরকারি কার্যালয়ে আগত নাগরিক/ সেবা গ্রহণকারীদেরকে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সেবাগ্রহণকারীদের ব্যবহৃত টয়লেট নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে। ৯. সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কর্তৃক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে ব্যাপক প্রচার করতে হবে। প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও প্রচার করতে হবে। ১০. সকল সংস্থা/ কার্যালয়ে বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথকীকরণ এবং Disposal কাজে 3R (Reduce, Reuse & Recycle) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ কাজে সকল দপ্তর/ সংস্থা/ প্রতিষ্ঠানের সাথে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নিবিড় সমন্বয় থাকতে হবে। ১১. দেশের সকল সরকারি/ বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান/ বাসভবন এর চত্বরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা যানবাহন অবিলম্বে অচল ঘোষণা এবং তা অপসারণ করতে হবে।	সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অধীনস্ত সকল কার্যালয়, অধিদপ্তর/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা	সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ অধিদপ্তর বা সংস্থাসমূহ কর্তৃক চূড়ান্তকৃত সময়সীমা অনুযায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে

এ.কে.এম.মিজানুর রহমান
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জাতীয় সংসদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভাভিত্তিক

কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)
১. সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহ তাদের সকল ইউটিলিটি, পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে। ২. সিটি কর্পোরেশনসমূহের সকল সড়ক, ড্রেন ও ফুটপাতসমূহ যথাযথভাবে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে যৌক্তিক চাহিদানির্ভর স্বয়ংক্রিয় আধুনিক যন্ত্রপাতি (যেমন: Vacuum Road Swiping Machine, Mist Sprayer with Water Canon, Jet & Succer Machine) দ্রুত ক্রয়/ সংগ্রহ করে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ৩. যে-কোনো সড়ক/ মহাসড়কের পার্শ্বে উন্মুক্ত স্থানে কোনো ক্রমেই বর্জ্য রাখা যাবে না। রাজধানী ঢাকা-সহ সারাদেশে কোনো সড়কের পাশ্বে বর্জের কন্টেইনার পথচারী ও সড়কের চলাচলকারী জনগণের জন্য অস্বস্তিকর। এ বিষয়ে বিকল্প উদ্ভাবন করতে হবে। জনসমাগম ঘটে এমন সকল স্থানে বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত Bin স্থাপন ও নিয়মিত বর্জ্য Disposal নিশ্চিত করতে হবে। ৪. সারাদেশে সকল নগর/ মহানগরের দেয়াল লিখন বন্ধ করতে দেয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১২ এবং দেয়াল লিখন ও পোস্টার লাগানো (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১২ কার্যকর করতে হবে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৫. সারাদেশে শহরাঞ্চলে ফুটপাতে বা সড়কের পাশে ভ্রাম্যমাণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, হকার এর কারণে সড়কসমূহ পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। শহরে সুবিধাজনক স্থানে হলিডে মার্কেট চালু করে সড়ক ও ফুটপাতসমূহ সম্পূর্ণ হকারমুক্ত করতে হবে। ৬. ঢাকা মহানগরীতে সিটি কর্পোরেশনসমূহ ও অন্যান্য ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সড়ক খনন নীতিমালা, ২০১৯ যথাযথ অনুসরণ করবে। অন্যান্য মহানগরীতেও সড়ক খনন নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ৭. সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার অন্তর্গত রাস্তাঘাট, বাজার, নালা-নর্দমা, বিভিন্ন ফ্যাক্টরি ও পুকুর-জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। ৮. সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার প্রত্যেক সড়কে একটি দৃশ্যমান স্থানে উক্ত সড়কটি পরিচ্ছন্নতার দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট পরিচ্ছন্নকর্মী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নাম-পদবী ও মোবাইল নম্বর সংযোজন করতে হবে। ৯. স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ অনুযায়ী সকল সিটি কর্পোরেশনে 'পরিবেশ উন্নয়ন' শীর্ষক স্থায়ী কমিটি গঠনপূর্বক পরিচ্ছন্ন কর্মকান্ড জোরদার ও নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫০ অনুযায়ী সকল পৌরসভা 'নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন ' শীর্ষক স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে এ কাজ বাস্তবায়ন করবে। ১০. পার্কিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত স্থান থাকতে হবে। দৃশ্যমান Sign থাকতে হবে। যে-কোনো প্রকার অবৈধ পার্কিং রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ১১. জনপরিসর ও গণপরিবহনের স্ট্যান্ড যেমন: বাসস্ট্যান্ড, ট্রেন স্টেশন, রিকশা-ভ্যান স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড ইত্যাদি এলাকা নিয়মিত বিরতিতে (কয়েক ঘন্টা পর পর) পরিচ্ছন্ন করা। ১২. ওয়ার্ড পর্যায়ে কাউন্সিলরের নেতৃত্বে কমিউনিটি/ যুব সংগঠন/ সামাজিক সংগঠনভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। কাউন্সিলরদের উৎসাহিত করার জন্য প্রতি বছর একজনকে স্বীকৃতি প্রদান বা পুরস্কৃত করা যেতে পারে।	সকল সিটি কর্পোরেশন ও সকল পৌরসভা	সংস্থাসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি

এ.কে.এম.মিজানুর রহমান
উপসচিব
বিভাগ

নাগরিক সেবা প্রদানকারী সংস্থাভিত্তিক (উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, ওয়াসা, হাসপাতাল, রেলওয়ে ও অন্যান্য সংস্থাভিত্তিক)

কর্মসূচিসমূহ	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	সময়সীমা
(১)	(২)	(৩)
১. নাগরিক সেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহ সকল ইউটিলিটি, পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল স্থাপনা ও সেবা কার্যক্রমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে।	নাগরিক সেবা প্রদানকারী সকল সংস্থা	সংস্থাসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা অনুযায়ী স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে
২. ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Building Code যথাযথ অনুসরণ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশসংক্রান্ত Compliance-সমূহ যথাযথ অনুসরণ না করা হলে, সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার/ ভবন মালিকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোনো পরিত্যক্ত ভবন ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে যথাযথ আচ্ছাদনের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। রাজউক ও অন্যান্য সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিমালাধীন ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Building Code অনুসরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবে। রাজউক এ বিষয়ে রিহ্যাব কর্তপক্ষের সাথে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করবে।	১. উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহ (রাজউক, কেডিএ, আরডিএ ইত্যাদি)	
৩. সকল রেলওয়ে স্টেশন, হাসপাতাল, বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট/ টার্মিনাল ইত্যাদিতে নাগরিকদের ব্যবহার্য টয়লেটে রোস্টারভিত্তিক সার্বক্ষণিক পরিচ্ছন্নকর্মী পরিচ্ছন্ন নিয়োজিত থাকতে হবে। সকল টয়লেটে পর্যাপ্ত লিকুইড সোপ রাখা নিশ্চিত করতে হবে।	১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ২. রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩. বাংলাদেশ রেলওয়ে ৪. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৫. বাংলাদেশ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ ৬. জেলা পরিষদসমূহ ৭. সকল সরকারি/ বেসরকারি হাসপাতালসমূহ	
৪. ব্যক্তিগত পরিবহন হতে সকল গণপরিবহনে বিন রাখার বাধ্যতামূলক করতে হবে। কোন পরিবহনের জানালা দিয়ে কোন ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপকারীকে জরিমাণার আওতায় আনতে হবে।	১. বিআরটিএ ২. বাংলাদেশ পুলিশ	
৫. পরিবেশ দূষণকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান/ ইটভাটাসমূহের বিরুদ্ধে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিরবিচ্ছিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা জোরদার করতে হবে।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ২. পরিবেশ অধিদপ্তর	
৬. তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত দেশের সকল এনজিও, যুব সংগঠন, স্কাউটস, লায়ন্স ক্লাব, রোটারী ক্লাব, সামাজিক সংগঠনকে পরিচ্ছন্নতা কাজে সম্পৃক্ত করতে হবে। শহরাঞ্চলে পাড়া/ মহল্লাভিত্তিক কল্যাণ সমিতি, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবী সমিতিগুলোর পরামর্শ ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে।	১. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়; ২. এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, ৩. যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ৪. বাংলাদেশ স্কাউটস ৫. রোটারী ক্লাব/ লায়ন্স ক্লাব ৬. ব্যবসায়ী সংগঠনসমূহ	
৭. সারাদেশে সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।	১. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ; ২. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ; ৩. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর; ৪. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা)।	
৮. যে সকল পণ্যে উৎপাদনকারী কর্তৃক প্লাস্টিক মোড়ক ব্যবহার করা হয় (যেমন: বিস্কুট, আটা, ময়দা, চিপস্, চিনি, লবণ, পনির বোতল, বিভিন্ন পানীয় এর ক্যান ইত্যাদি), সে সকল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে মোড়ক, বোতল, ক্যান ইত্যাদি ফেরৎ প্রদানের বিনিময়ে মূল্য ছাড় সুবিধা প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে। ব্যবসায়ীদের উন্নত দেশসমূহের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যায় Extended Corporate Responsibility (EPR) অনুসরণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।	১. শিল্প মন্ত্রণালয়; ২. বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ৩. এফবিসিসিআই, বিজিএমইএ-সহ বিভিন্ন চেম্বার ও ব্যবসায়ী সংগঠন	

৯. সারাদেশে যে-কোনো শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যহত রাখতে হবে। সকল নদী, প্রাকৃতিক খাল ইত্যাদি সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত রাখতে হবে। সকল ব্যবসায়ী, শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে Corporate Social Responsibility (CSR) এর অংশ হিসেবে পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা কাজে ব্যয়ে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।		
১০. ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য সকল মসজিদ, মন্দির, গীর্জা ও অন্যান্য ধর্মীয় উপসনালয়ে নিয়মিত প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণকে বিষয়টি	১। ধর্ম মন্ত্রণালয় ২। জেলা প্রশাসন ৩। উপজেলা প্রশাসন	
১১. সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত) সকল শিক্ষক- কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীকে পরিচ্ছন্নতা চর্চা করতে হবে। ১২. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষায় কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যক্রমে পরিচ্ছন্নতা চর্চা সম্পর্কিত বিষয় সংযোজন করতে হবে।	১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ২. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ৩. কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	
১৩. সকল পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০ যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। পরিবেশ দূষণকারী পণ্যের উৎপাদন ও বাজারজাত সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।	১. পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয় ২. পরিবেশ অধিদপ্তর	
১৪. দেশের সকল রেস্টুরেন্ট, বেকারি, ক্যান্টিন ইত্যাদিতে পরিচ্ছন্নতা মানের ওপর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রেডিং প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে, যা দৈবচয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা করে নিয়মিত নবায়ন করা যেতে পারে। সকল সরকারি/ দপ্তর/ সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাসের কেন্টিনের খাবার তৈরির পরিবেশ যথাযথ মানসম্পন্ন করতে হবে। ১৫. সকল সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল, কারাগার, এতিমখানা ইত্যাদিতে খাবার ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ক্যাটারিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।	১. খাদ্য মন্ত্রণালয় ২. নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ ৩. ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ৪. বিএসটিআই ৫. সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/ কর্তৃপক্ষ	

গ্রাম, ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়

ক্রমিক	কর্মসূচি	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা	সময়কাল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	প্রতি ওয়ার্ডে পাঁচটি সেরা পরিচ্ছন্ন পরিবার বা বাড়িকে স্বীকৃতি প্রদান। ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি পনের দিন পরপর মূল্যায়ন কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করা।	ইউনিয়ন পরিষদ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
২.	উপজেলা পর্যায়ে প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছন্ন গ্রাম নির্বাচন করা	উপজেলা প্রশাসন	কার্যক্রম চলমান থাকবে
৩.	উপজেলা পরিষদ কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ/ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
৪.	জেলা পরিষদের আওতাধীন সকল রেস্ট হাউস/ মার্কেট/ রাস্তাঘাট/ খেয়াঘাটসমূহ/ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আওতায় আনা	জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান/সদস্যগণ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
৫.	জেলা প্রশাসন ও জেলার সরকারি সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আওতায় আনা	জেলা প্রশাসক ও জেলার সকল পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
৬.	প্রতিটি শহরে প্রতি বছর সেরা প্রতিষ্ঠান/ পরিবার বাছাই করা এবং স্বীকৃতি প্রদান করা	শহরাঞ্চলের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কার্যক্রম চলমান থাকবে

৭.	পরিবার ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা ক. পরিবারের অভিভাবকের নেতৃত্বে সকল সদস্য কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম নিশ্চিতকরণ। খ. বাড়ির আঙ্গিনাসহ চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখা	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ স্থানীয় প্রশাসন/ পরিবারবর্গ/ অভিভাবক	কার্যক্রম চলমান থাকবে
৮.	ওয়ার্ড ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	ওয়ার্ড কমিশনারগণ/ইউপি সদস্য	কার্যক্রম চলমান থাকবে
৯.	স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা	স্থানীয় প্রশাসন/ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
১০.	বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ও সর্বসাধারণের অংশগ্রহণে ইউনিয়ন ভিত্তিক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম	ইউনিয়ন পরিষদ-এর চেয়ারম্যান/ ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যগণ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
১১.	সকল ইউনিয়ন ও উপজেলায় স্যানিটেশনসহ সার্বিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে WATSAN কমিটি-কে দায়িত্ব পালন করা যেতে পারে।	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও উপজেলা প্রশাসন	কার্যক্রম চলমান থাকবে
১২.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মী, যুব সংগঠন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কর্তৃক পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, রাস্তা পরিষ্কার কার্যক্রম।	সংগঠনসমূহ	কার্যক্রম চলমান থাকবে
১৩.	হাট-বাজার শেষে বাজার পরিষ্কার করে ফেলা। দোকানপাট বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে দোকানদার কর্তৃক সামনের জায়গা পরিষ্কার করার বাধ্যবাধকতা আরোপ। গ্রোথ সেন্টার পরিচ্ছন্ন রাখা	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান/ স্থানীয় প্রশাসন/ বাজার কমিটি/ হাটের ইজারাদার/ ব্যবসায়িক সমিতি	কার্যক্রম চলমান থাকবে
১৪.	যে কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চত্তরে/ চারপাশে বা ফটকের বাইরে কোন আবর্জনা থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির বিরুদ্ধে জরিমানা বা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান / জেলা প্রশাসন/ উপজেলা প্রশাসন	কার্যক্রম চলমান থাকবে

এ.কে.এম.মিজানুর রহমান
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।